

মিজ্ হাশেমেরও সেই একই কথা!

জাফর উল্লাহ্

ইংরেজীতে অনুঢ়া মেয়েদের বলা হয় মিস্ আবার যাদের বয়স খানেকটা বেশী, তাদের সন্মান দেখিয়ে বলা হয় মিজ্ (Ms)। তাই সেতারা হাশেম নামক কলমী নাম নিয়ে যিনি ভিন্নমত, সদালাপ ফোরামে লিখে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন তাকে মিজ্ হাশেম বলে সন্মান করলাম। এতে তার আপত্তি না থাকারই কথা।

কুদ্দুস খাঁ সাহেব বেশ অনেক দিন যাবৎ মার্ক্সবাদের তিরোধানের কথা এক নাগাড়ে লিখে যাচ্ছেন ঠিক যেমনটি লিখে থাকেন দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের স্তুতিপাঠ করে মিজ্ হাশেম। কিন্তু কই? আমার তো মনে পড়ছে না কেউ তাকে বলেছেন — “ভদ্র মহিলার এক কথা।” তা’ হলে অবজ্ঞার সুরে মিজ্ হাশেম কুদ্দুস খাঁকে খর্ব করার জন্যে কেন লিখলেন — “ভদ্র লোকের এক কথা”।

মিজ্ হাশেমের প্রতিটি লিখায় আমাকে উদ্দেশ্য করে গালি-গালাজ (তাও আবার এক নাগাড়ে)। যেন মনে হয় আমি তার বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দিয়েছি। লিখালেখির জগৎ টা এত ছোট নয়। যে যার মত লিখে জানালে তো কোন ক্ষতি নেই। দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ আমার মতে মান্দাতা আমলের এক পুরানো মতবাদ। তবে কেউ যদি সেই মতবাদের স্তুতি পাঠ করতে চান এখনও — তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিপক্ষরা যদি তার বিরূপ সমালোচনা করেন তা’হলেই তো সমস্ত ল্যাঠা চুকে যায়। পাঠকরা দু’পক্ষের দেয়া ছবি দেখতে পান। তারাই না হয় সাব্যস্ত করুক দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদকে গোভাগাড়ে পাঠানো উচিত নাকি ‘আইডিয়ালিজম’ মতবাদকে সামনে রেখে পৃথিবীর এগিয়ে চলা।

মিজ্ হাশেম অকারণে পশ্চিমা বিশ্বের সতের শ’ এবং আঠার শ’ শতাব্দীর ঔপনিবেশবাদ বা ‘কোলোনিয়ালিজম’ এর কথা অকারণে এনে সর্ব্বার কান ঝালাপালা করে দেন আর গর্গর করে তার মনমত ইতিহাস আর ন্যায়নীতির কথা বলে অনেক পাঠকের মগজ ধোলাই করতে চান।

যে সব বঙ্গ-সন্তানরা হাইস্কুলে বা পরবর্তী সময় পৃথিবী বা মানব জাতীর ক্রম-বিবর্তনবাদের ইতিহাস পড়েন নি, তারা মিজ্ হাশেমের গর্গর করে বলা পৃথিবীর এক-তরফা “ইতিহাস” পড়ে মনে করতে পারেন, “না-জানি-কি মহিলার অশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার”। আমার তো মনে হয় তার জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন ফুটপাথ থেকে কেনা চটি বই যেগুলো ষাট আর সত্তর দশকে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন থেকে মুদ্রিত বাংলা হরফে লেখা সেগুলো থেকে। সে’গুলোই

তার জ্ঞান উন্মোচনের পথ খুলা করে দিয়েছে। অনেকের হয়ত মনে থাকতে পারে যে সে' সময় বিশ্বময় হিম-যুদ্ধের ('কোল্ড-ওয়ার') কারণে 'প্রোপাগান্ডা ওয়ার' সবখানেই লেগে ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, মিজ্ হাশেম সেই প্রোপাগান্ডার শিকারে পরিনত হোন তা না জেনেই। অধুনা তার মুখ দিয়ে যে সব বুলি বের হয় সেগুলোই হচ্ছে তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

আঠার শ' শতকে ইউরোপে যে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলুসন' বা শিল্প বিপ্লব হয় তা সারা বিশ্বের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ঠিক যেমনটি ঘুরিয়ে দেয় ১৯৮০-৯০ সনের আবিষ্কৃত কম্পিউটিয়ার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি। শিল্প বিপ্লব সনুস্কে আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারী লিখে, ""The complex of radical socioeconomic changes, such as the ones that took place in England in the late 18th century, which are brought about when extensive mechanization of production systems results in a shift from home-based hand manufacturing to large-scale factory production."

পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দেয় এই শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লব ঘটার আগে মুখ্যতঃ পৃথিবীতে ছিল মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিবর্গ। আর বাকীদের বলা হত 'প্রোলেতারিয়েৎ' বা সাধারণ লোক। শিল্প বিপ্লবের পর কিছু সংখ্যক লোক পুঁজিপতি হয়ে যান রাতারাতি। এরা শ্রমিকদের ওপর শোষণ চালাবার উপক্রম করলে সমাজে যে সংঘাত চালু হয় তা থেকে মার্ক্সবাদের জন্ম হয় এবং তা ইউরোপের নানান দেশকে প্রভাবিতও করে। তবে আমেরিকার ও ইউরোপের কিছু দেশে যে 'লেব্যার মুভমেন্ট' চালু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তা মার্ক্সবাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। আমি জানিনা মিজ্ হাশেম উনিশ শ' ষাট থেকে চালু করে নব্বুই দশক পর্যন্ত ঢাকায় বসে আমেরিকান 'লেব্যার মুভমেন্ট' এর ওপর কোন চিন্তামূলক কোন ইংরেজীতে বা ইউরোপিয়ান ভাষায় লেখা বই পড়েছেন কি না। তবে তার ভাবগতি দেখে মনে হয় যে তিনি ঢাকা কোলকাতায় পাওয়া সেই সব চটি-বই যেগুলো সোভিয়েৎ ইউনিয়ন থেকে মুদ্রিত কেবল সে'গুলো পড়ে তা তার মগজে পুরে রেখেছেন। সেগুলো মুছা বা 'ইরেজ' করে ফেলার সময় দিন অনেক আগেই পের হয়ে গেছে। তবে মানুষের মন তো কম্পিউটরের হার্ড-ডিস্ক নয়! ব্রেন-সেল থেকে সহজে কোন তথ্য মুছা যায় না। প্রাণী জগতের ক্রমবিবর্তনবাদ (evolution) এমন ভাবে হয়েছে যে মানুষ যা এক বার শেখে, তা সে সহজে ভুলে না। অতএব, মিজ্ হাশেমকে দোষ দেয়া যাবে কি করে? তার লিখাগুলো পড়লে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে তিনি মার্ক্সবাদী হলে কি হবে? তলে তলে তিনি এক জন ধার্মিক লোকও। তাই তো তার সব রাগ গিয়ে পড়েছে মুক্ত-মনাদের ওপর। কথায় কথায় আমাকে নাস্তিক বলে গালমন্দ করেন। যেন মনে হয় যারা চার্লস ডারউইনের শিষ্য তাদেরই সব দোষ। আমরা যারা পৃথিবীর নানান সমাজ ব্যবস্থার ভালমন্দ দিক নিয়ে দু'চার কথা লিখছি তারা নাস্তিক না আস্তিক — তাতে কি আসে যায়?

উপরন্তু, কে কত জানে না জানে — তা নিয়ে কটাক্ষ করা হয় কেন প্রকাশ্যে? আমার জ্ঞানের সীমা কদূর তা নিয়ে মিজ্ হাশেমের এত মাথা ব্যথা কেন? আর কেনই বা কুদুস খাঁকে শুনতে হয় — “ভদ্রলোকের এক কথা”।

মিজ্ হাশেম যদি বিতর্কে জড়াতে চান — তা হলে তিনি যেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আক্রমণ না করে তার প্রতিপক্ষের যুক্তি গুলোকে খন্ডন করার চেষ্টা কেবল করেন। তা না করে তিনি তার পুরানো কথা গুলার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন আর কমর বেঁধে তার প্রতিপক্ষের দফারফা করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান। এটা কি ভাল লক্ষন?

যে সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর বুক থেকে উঁবে যাচ্ছে তাকে নিয়ে আর কত কাল চেষ্টামেচি করবেন? মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী ক’টি দেশ পৃথিবীর বুকে আর আছে? একটু না হয় চেয়ে দেখুন। এটাই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে পৃথিবীর বেশির ভাগ জাতীই ভাল মতই বুঝতে পেরেছে যে মার্ক্সবাদের বুলি দিয়ে তাদের আর কিছুতেই আর কিছু হবে না। গর্বাচেফের রাশিয়াই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মিজ্ হাশেম নিজেই মার্ক্সবাদের ওপর আস্তা হারিয়ে ফেলেছেন দিন দিন। তাই তো তিনি তিন কাল পেরিয়ে চার কালে আসতে না আসতেই পুঁজিবাদের মক্কা ওয়াল স্ট্রিটের কাছাকাছি এক জায়গায় তার আস্তানা গেড়েছেন। তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেয়া উদাহরন সম্যক ভাবে সবাইকে বলে দেয় যে - মিথ্যা তার এই ভণিতা। তিনি যদি পুঁজিবাদকে এত ঘৃণার চোঁখে দেখেন তা’হলে উত্তর কোরিয়া বা হাভানায় বসে ফিদাল ক্যাস্ট্রোর পাশে বসে হাভানার চুরোট ফুকতে পারেন মহা-আনন্দে। ভিন্নমত বা সদালাপে খামাখা যে চায়ের কাপে ঝড় তোলেন তার পরিসমাপ্তি অচিরেই বন্ধ হবে। কিন্তু সেটি কোনমতেই হবার নয়! মাল-পানি জিন্দাবাদ। আর পেটের ধাঁন্দায় মানুষ কি না করে! তাই সাধু সবধান!!!

জাফর উল্লাহ্ আমেরিকার নিউ ওর্লিয়ান্স শহর থেকে মাঝারনত ইংরেজীতে লিখা লেখে বিশ্বের ১০-১২ টি পত্রপত্রিকার জন্য। মাঝে মধ্যে বাংলায় মুস্তফা-মনা আর ভিন্নমত ফোরামেও তার লিখা পাঠায়।